R. N No. 1582/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯১শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১১ সাল।
৯ই মার্চ, ২০০৫ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

উন্নয়ন আর রাজনীতি এক নয়—প্রণব মুখার্জী

আসন্ন পুর নির্বাচনে জঙ্গিপুরে ২০টি আসনই চাই—অধীর চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৬ মার্চ বহরমপুরে সেনা ছাউনির আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন করে নিজের সংসদীয় এলাকায় প্রবেশ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী। লম্বা গাড়ীর কনভয়ে অধীররঞ্জনকে পাশে নিয়ে জঙ্গিপুর পারে মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা চত্বরে কর্মীসভা করে বিরত হতে হলো এবারের ঝটিকা সফরে। সামনে মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার গভর্নিং বডির নির্বাচন থাকায় কোন শিলান্যাস বা উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারলেন না প্রণব। পাশাপাশি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে মাইকের আওয়াজ কমিয়ে কর্মীসভার বৈঠক সারতে হলো। তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার কংগ্রেস অনুরাগীদের সামনে জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'পৌর ভোটে ২০টি আসনই এখানে চাই। জঙ্গিপুরের কংগ্রেসীদের আবেগের মাত্রায় তৃতীয় স্বর যুক্ত হলো—"সব সাহায্য ও প্রণবদা—অধীরদার উপস্থিতি থাকলে এবার ২০টাই পাবে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পাঁড় মাতাল পোষ্ট মাষ্টার দিয়েই রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিস চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসের বর্তমান পোষ্ট মাষ্টার সুবোধ সরকার দীর্ঘ ৬/৭ মাস এখানে দায়িত্বে আছেন। অভিযোগ, তিনি একজন পাঁড় মাতাল। অফিসের মধ্যেই নেশা করে বেহেড হয়ে পড়ে থাকেন। এছাড়া দশ/পনের মিনিট অন্তর বাইরের দোকানে যান। সেখানে তাঁর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা আছে। এর আগে ধুলিয়ান ও নিমতিতায় পোষ্ট মাষ্টার থাকাকালীন সুপারিনটেনডেন্ট আসবেন জেনে একাধিক দিন অফিস বন্ধ করে সুবোধবাবু বেপাত্তা হয়ে গেছেন বলে জানা যায়। বর্তমানে সব সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকায় চেকে বা নমিনি ক্লেমে সময় মতো সই হচ্ছে না। তাই গ্রাহক পরিষেবা বলতে কিছু নেই। একজন মদ্যপ অফিসারকে দিয়ে এই ভাবেই একটা হেড পোষ্ট অফিস চলছে। জেলা কর্তৃপক্ষ সব কিছু জেনেও অদ্ভুতভাবে চুপ।

বন্ধ থাকা সরস্বতী লাইব্রেরী খুলতে পুরপতির উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীতে এক জরুরী জনসভা হয়ে গেল গত ৪ মার্চ। আহ্বায়ক ছিলেন জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। শতাধিক লাইব্রেরী অনুরাগীর সভায় সভাপতিত্ব করেন শিবকালী মজুমদার। প্রারম্ভিক ভাষণে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা লাইব্রেরী খোলার উপর গুরুত্ব দেন আহ্বায়ক। উপস্থিত অনেকে লাইব্রেরী এবং ক্লাবকে আলাদা করার প্রস্তাব রাখেন। লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, নির্মল চ্যাটার্জী, প্রবীর চক্রবর্তী প্রমুখ এর বিরোধীতা করেন। সভায় ঠিক হয়, এই ঐতিহাসিক লাইব্রেরী ক্লাব এবং লাইব্রেরী হিসেবে ভাগ হবে না, দুটোই এক সাথে চলবে। এর জন্য এখন কোন কমিটি তৈরী করা হবে না। মৃগাঙ্কবাবু এককভাবে চেষ্টা চালাবেন যাতে আর্থিক সাহায্য, লাইব্রেরীয়ান এবং সহকারী পাওয়া যায়—পূর্ণ লাইব্রেরীর মর্যাদায় এই প্রতিষ্ঠান চলে। লাইব্রেরী সংক্রান্ত ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত সোমনাথ সিংহ এ ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

একই দিনে দুটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘির বোথারা হাই স্কুল সেন্টার থেকে ভাইকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে নিয়ে ম্যাটাডরে ভুরকুন্ডায় বাড়ী ফিরছিলেন মিষ্টার সেখ (১৮)। কিছুটা যাবার পর হঠাৎ ম্যাটাডরটি জাতীয় সড়কে পালটি খেয়ে গেলে মিষ্টার ম্যাটাডরের নীচে চাপা পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে যারা যান। একই দিন জাতীয় সড়কে আর (শেষ পৃষ্ঠায়)

মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পটকা ফাটিয়ে তাণ্ডব করল পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার অন্তর্গত কৃষ্ণকুমার সন্তোষকুমার স্মৃতি বিদ্যাপীঠে গত ৪ মার্চ ছিল মাধ্যমিকের জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা। কেন্দ্রে ৫৫৪ জন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা চলাকালীন নকল করার জন্য কিছু ছাত্র ২ নম্বর ঘরে চেষ্টা করলে শিক্ষকরা বাধা দেন। তখনই ছাত্ররা পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যেই পটকা ফাটায়, বেঞ্চ-টেবিল ভাঙচুর করে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

গুলি খেলার গণ্ডগোল মেটাতে এসে বোমায় প্রাণ গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৮ ফেব্রুয়ারী সুতী থানার বামুহা গ্রামে গুলি খেলার গন্ডগোল মেটাতে এসে শংকর রায় (৪০) নামে এক ব্যক্তি বোমার আঘাতে মারা যান। জানাযায়, শংকরবাবুর ভাইপোদের ছোট ছোট ছেলে গোকুল, প্রসেনজিৎরা গুলি খেলার সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে। গন্ডগোল মেটাতে এসে বিপুল রায় নামে তাঁর এক ভাইপোর ছোড়া বোমার আঘাতে শংকরবাবু ঘটনাস্থলে মারা যান। অপরাধী ধরা পড়েনি।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১১ সাল।

॥ প্রসঙ্গ ঃ বাজেট ॥

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ করা হইয়াছে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী। সিগারেট, পান-মশলা প্রভৃতি কয়েকটি পণ্যের দাম বাড়িবে ; ভোজ্য তেল, বনস্পতি প্রভৃতি কিছু সামগ্রীর দাম কমিবে। প্রত্যেক বৎসরের বাজেটে পণ্যের দাম বাড়ার এবং কমার কথা পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় বাজেটে অনেক প্রতিশ্রুতির কথা জানা যাইতেছে। আয়করে ছাড়ের কথাও বলা হইয়াছে। সারের ভরতুকি থাকিবে, মিড ডে মিল-এ অর্থবরাদ্দ বাড়ান হইয়াছে। পানীয় জল প্রকল্পগুলিকে রাজীব গান্ধী জাতীয় পানীয় জল মিশনের আওতায় আনা হইবে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য, গ্রামীণ স্বাস্থ্য যোজনা, সর্বশিক্ষা অভিযান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানর কথা জানা যাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেটের দাক্ষিণ্য হইতে বাদ পড়ে নাই। পানীয় জল, বন্যা, ভাঙন রোধে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ বাড়ান হইয়াছে। কলকাতার পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটান হইবে। ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পে বাহান্ন কোটি টাকা দেওয়া হইবে। আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেটে গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি সম্বন্ধে জোর দেওয়া হইয়াছে। এই খাতে ১৮ হাজার ৩৫৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। গ্রামের রাস্তা, দরিদ্রদের জন্য গৃহ নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন ও টেলি যোগাযোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হইবে, এইরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে। গ্রামাঞ্চলের উন্নতি ঘটাইতে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হইবে, বলা হইয়াছে। উল্লেখিত বিষয়টির পরিকল্পনার নাম হইতেছে 'ভারত নির্মাণ'। হয়ত ভারতের নব রূপায়ন ঘটান হইবে। ইহার কথা বর্তমান রাষ্ট্রপতিও বলিয়াছেন। কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে খাদ্যশস্য ও অর্থ মিলিয়া বরাদ্দের পরিমাণ হইবে এগার হাজার কোটি টাকা। ভারতের বহু কোটি লোক এই প্রকল্পে যথেষ্ট রোজগার করিতে পারিবেন।

অর্থমন্ত্রী কৃষি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, দেশের দুই তৃতীয়াংশ লোক চাষ করিয়াই জীবনধারণ করেন। জাতীয় উৎপাদনের যতটুকু কৃষি হইতে আসে, তাহা পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

যাহা হউক, অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বরাদ্দ ঘোষণায় দরিদ্র জনসাধারণ যদি একটু সুদিনের মুখ দেখিতে পান, তবে তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করিবেন।

বাজেট প্রস্তাবের অভিমুখ ঃ গ্রামোন্নয়ন

সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাবপত্র হচ্ছে বাজেট। দুটি বাজেট সংসদে পেশ হলো—লালুর রেল বাজেট এবং চিদম্বরমের সাধারণ বাজেট। ২০০৫—২০০৬ সালের জন্য এই বাজেটের ভালোমন্দ, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, স্বপ্ন-বাস্তব নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত। বিশিষ্টদের মুখে প্রাজ্ঞ মন্তব্য। কেউ বলেন—বাজেট উন্নয়নমুখী, কারো মতে সংস্কারমুখী। কেউ কেউ মনে করেন—এবারে বাজেটে ইন্দিরা ঘরানার প্রতিফলন। মাঝারি মাপের বাজেট বলে আবার কারো ধারণা। কেউ বললেন—এটা হ-য-ব-র-ল-র বাজেট। যে সরকারই আসুক না কেন বাজেট নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মন্তব্য শুনতেই হয়।

এখন দেখা যেতে পারে গ্রামকেন্দ্রিক ভারতবর্ষে সদ্য পেশ করা বাজেট গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে কতখানি প্রতিশ্রুত, বাস্তবতা নির্ভর। অর্থ মন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় গ্রামের অসংখ্য আম জনতাকে চটজলদি স্বস্তি দেবার উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। গ্রামীণ ভারত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রকল্প এবং পরিকল্পনা। এই প্রকল্পের নামকরণ করেছেন ভারত নির্মাণ। ইন্দিরা জমানার 'গরিবী হঠাও' প্রকল্পের এক অন্য প্রচ্ছদের আত্মপ্রকাশ। এই প্রকল্পে আছে স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, সেচ, সড়ক, পানীয় জল সরবরাহ, আবাসন, গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন, টেলিফোন সংযোগ, গ্রামীণ কর্ম সংস্থান, বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের বরাদ্দ বৃদ্ধি, সর্বশিক্ষা অভিযানের কাজকে গতিসম্পন্ন করার জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা কোষের বরাদ্দ বৃদ্ধি ইত্যাদির প্রস্তাবনা। বলা হয়েছে এই প্রকল্পের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সময় সীমা নির্দ্ধারিত হয়েছে চার বছর। এছাড়া গ্রামের অনুন্নত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে শিক্ষাকে আরো বেশী মাত্রায় পৌঁছিয়ে দেবার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন তিনি সবাইকে নিয়ে এক সাথে চলতে চান। অনুন্নত ও তফশিলীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা, খাওয়া দাওয়া, বই কিনবার ব্যয়ও বহন করবেন সরকার। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থানে, অন্ত্যোদয় প্রকল্প, শিশু বিকাশ প্রকল্প, কৃষির ক্ষেত্রে গ্রামীণ ঋণ বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্থ মন্ত্রীর ভারত নির্মাণের অন্তর্ভুক্ত। 'ভারত নির্মাণ' স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার লক্ষ্যে এক কোটি হেক্টর অতিরিক্ত জমিতে সেচ ব্যবস্থা চালু করা, এক হাজার মানুষ বসবাস করেন এমন গ্রামে সড়ক নির্মাণ, চুয়াত্তর হাজার মানুষ অধ্যুষিত অঞ্চলে পানীয় জল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা, দরিদ্রদের জন্য ষাট লক্ষের বেশী বাসগৃহ নির্মাণে প্রস্তাব রয়েছে এই বাজেট প্রস্তাবে। কৃষিজ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সামাজিক খাতে বিপুল অংকের অর্থ বরাদ্দ করে অর্থ মন্ত্রী গ্রাম সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন বলে অনেকে মনে করছেন। সামান্য পরিসরের নিবন্ধে বাজেটের বহুমুখী আলোচনা সম্ভব না। তবে বাজেটের অনেক প্রস্তাবে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ আশ্বস্ত থাকবার লক্ষণ দেখছে। বিশেষ করে কেরোসিন, এল, পি, জি, দেশলাই, চা, পরিশুদ্ধ তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক তুলে নেবার প্রস্তাবনায়। অনেকের মতে এটা মানুষের জন্য কিছু কাজ করবার ইতিবাচক একটা সাহসী পদক্ষেপ। স্মরণ থাকতে পারে ২০০৪ সালে জুলাই মাসে সংসদে বাজেট পেশ করেছিলেন চিদম্বরম। সেখানেও অনেক আশা প্রত্যাশা স্বপ্নের কথা ছিল—কথা ছিল গ্রামীণ অর্থনীতি, গ্রামের গরীবদের অবস্থার উন্নয়ন। বছরে ১০০ দিনের কাজের সুনিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষিত হয়েছে ভুক্তভোগীরা জানে।

সে যাই হোক—বাজেটের প্রস্তাব নিয়ে কুট-কাচালি, তর্ক বিতর্ক চলতেই পারে। তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদিচ্ছা, সততা, সচেতনতা অপরিহার্য সন্দেহ নাই। গ্রামীণ প্রকল্পকে সমৃদ্ধ, উন্নত, গতিশীল করবার প্রস্তাব যে সরকারের জনমুখিনতার পরিচায়ক তা বলা যেতে পারে।

—সুমন পাঠক

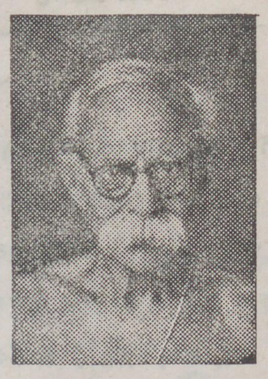

প্রসঙ্গ
দাদাঠাকুর

[শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর) জীবিত-কালেই হয়ে উঠে- ছিলেন এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। সমসাময়িককালে সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাই বিভিন্ন সময়ে বহু কৃতি ব্যক্তির লেখনীতে উঠে এসেছে তাঁর প্রসঙ্গ। 'প্রসঙ্গ দাদাঠাকুর' শিরোনামে সেই সব অনবদ্য রচনা প্রকাশের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই সংখ্যার লেখক প্রভাতকুমার গোস্বামী]

একজন অসাধারণ সাধারণ মানুষ

প্রভাতকুমার গোস্বামী

ইংরেজী সাহিত্যে জনসন এবং বস্‌ওয়েলের নাম যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ঠিক বাংলায়ও তেমনি দাদাঠাকুর আর নলিনীকান্ত সরকারের নাম জড়িত। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, কলেজ থেকে পাশ করে দৈনিক সংবাদপত্র 'যুগান্তর'-এ সহযোগী সম্পাদকের কাজে বহাল হয়েছি। সন্ধ্যার দিকে তখন বেশ বড় রকমের আড্ডা বসতো যুগান্তর সম্পাদকীয় বিভাগে। এই আড্ডায় যাঁরা নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন নলিনীকান্ত সরকার তাঁদের অন্যতম। সম্পাদকীয় বিভাগে আমি তখন কনিষ্ঠতম কর্মী। নলিনীবাবু যখন দাদাঠাকুরের কথা বলতেন—আমার মতো একজন যুবক তো বটেই-বয়োজ্যেষ্ঠরাও আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। এই আলোচনার ফলশ্রুতিই নলিনীবাবুর দাদাঠাকুর সম্পর্কিত বইটী।

জনসন এবং বস্‌ওয়েল একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে নাও পারতেন ; ঠিক তেমান ঘটনাচক্রে নলিনীকান্ত ও দাদাঠাকুরের সংস্পর্শে না আসতে পারতেন। তাতে দাদাঠাকুর বলে যে মানুষটীর ভাবমূর্তি আমাদের মনে স্পষ্ট হয়ে আছে তা সেরূপ হতো কিনা বলা কঠিন। হয়তো যে কাজের ভার নিয়েছিলেন নলিনীকান্ত সে কাজের ভার অন্য কাউকে গ্রহণ করতে হতো। কারণ দাদাঠাকুর এমনই একজন মানুষ যাঁকে অস্বীকার করা যায় না যাঁকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। রাজা মহারাজা তিনি ছিলেন না, ছিলেন না বড় জমিদার বা মহাজন। তিনি নিতান্তই একজন সাধারণ মানুষ অথচ সেই সাধারণের মধ্যেই যে অসাধারণত্ব লুকিয়ে ছিল যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তারাই তা টের পেয়েছেন।

যুক্ত বাংলায় গভর্ণর তখন লর্ড রোনাল্ডসে। আর ঐ সময়ে বীরভূম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন গুরুসদয় দত্ত। ভদ্রলোক আই সি এস হয়েও বাঙালী চালে চলতেন এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করতেন। সকলেই জানেন আজকের ব্রতচারী আন্দোলন তাঁরই সৃষ্টি। এই গুরুসদয় দত্তের আমন্ত্রণে রোনাল্ডস্ বীরভুম জেলার সদর সিউড়ীতে এসেছেন। স্বভাবতই অনেক গণমান্য লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছে গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। এই গণ্যমান্য বলতে বড় বড় জমিদার, জোতদার, উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা এবং টাকা ও প্রতিপত্তির জোরে সমাজের উচ্চপদে যাঁরা আসীন তাঁদেরই বোঝায়।

কিন্তু গুরুসদয় দত্ত সেই সঙ্গে এমন একজন লোককে নিমন্ত্রণ করে বসলেন, যাঁর নাম সরকারী কেতাদুরস্ত তালিকায় স্থান লাভের কথা ভাবাই যায় না। তিনি হচ্ছেন শরৎচন্দ্র পন্ডিত যিনি সভার কাছে দাদাঠাকুর নামে সমধিক পরিচিত।

কিন্তু গুরুসদয়বাবু এই লোকটীকে কেন বাছলেন ? তাঁর ইচ্ছা ছিল যে গভর্ণর সাহেব যখন কষ্ট করে মফঃস্বলে এসেছেন তখন একজন খাঁটী বাঙালী তিনি দেখে যান, যে ধরনের খাঁটী বাঙালী দুই এক শতাব্দীর মধ্যে চোখে পড়ে না এবং পড়লেও সেই সংখ্যা একটী ছাড়া দু'টী নয়।

গাঁয়ের নিতান্ত গেঁয়ো মানুষ দাদাঠাকুর। জীবনে জুতো ব্যবহার করেন নি ; জামা গায়ে দেন নি ; কখনও কারও কাছে এক পয়সার জন্য হাত পাতেন নি, কারও চাকুরী করেন নি, নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে কারও দ্বারস্থ হন নি। নিজের পরিশ্রম-লব্ধ সঙ্গতি দিয়ে তিনি জীবন নির্বাহ করেছেন। গভর্ণর রোনাল্ডসে দাদাঠাকুরকে দেখে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন, কথা বলে খুসী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য কথা বলতে অসুবিধা হয়নি। কারণ দাদাঠাকুর ইংরেজী জানা তো দূরের কথা ইংরাজীতে বিদ্রূপাত্মক কবিতাও রচনা করতে পারতেন।

মানুষটীর যে কী অধ্যাবসায় ছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটী গ্রামের মানুষের কথা আমার মনে আসে। তার নাম হরিনাথ মজুমদার (যিনি কাঙাল হরিনাথ নামে পরিচিত)। দাদাঠাকুরের মতই হরিনাথ পত্রিকা ছাপা থেকে (তাঁর পত্রিকার নাম ছিল 'গ্রামবার্তা') শুরু করে নিজ হাতে বিক্রী করেছেন। দাদঠাকুরের 'জঙ্গিপুর সংবাদ'ও সাধারণ মানুষের কথাই বলেছে। তবে দাদাঠাকুরের কথায় এবং লেখায় যে রস ছিল সেটা কিন্তু আজও দুর্লভ। সেই দৃশ্য এখনও মনে পড়ে—কলকাতার লালদিঘীর এক কোণে নগ্নগাত্র খালি পায়ে দাঁড়িয়ে অফিস ফেরৎ যাত্রীদের কাছে রসাল কবিতা আবৃত্তি করে পত্রিকা বিক্রয় করছেন কাগজের সম্পাদক স্বয়ং দাদাঠাকুর। ইতিহাসে এর তুলনা মেলা ভার। আমি যা বলতে চাই, তা নিজে রচনা করে, নিজের হাতে মুদ্রিত করে সোজাসুজি পাঠকদের হাতে তুলে দেন। মনের কতটা জোর থাকলে কতটা নৈতিক বল থাকলে মানুষ এটা পারে তা চিন্তা করে দেখা দরকার

না, পত্রিকা বিক্রয় করে, প্রেস চালিয়ে দাদাঠাকুর দরিদ্র্য ঘোচাতে পারেন নি। সে চেষ্টা ছিল না তাঁর। নতুবা তাঁর মত বুদ্ধিমান (যাঁর মাথায় সবরকম কুটবুদ্ধি খেলতো) নানা কায়দা কানুন করেও টাকা উপায়ের চেষ্টা করতে পারতেন। কারণ তিনি দরিদ্রের জীবন যাপন করলেও দারিদ্রের কোনও গ্লানি ছিল না। তিনি চির আনন্দময় রসের নির্ঝর—জীবনের সব দুঃখ ক্লান্তি, হতাশাকে তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। দারিদ্রের মধ্য দিয়েও কখনও কলুষতা আসে। কিন্তু দাদাঠাকুরের ক্ষেত্রে সেটা চিন্তা করাই যায় না। বাঁচার প্রয়োজনে তাকে বাঁচবার মতো জীবিকা অর্জন করতে হয়েছে, কিন্তু সেই প্রয়োজনকে অসম্ভব রকম বাড়িয়ে অপরের কাছে নিজেকে ছোট হতে দেন নি।

সহজ সরল মানুষী ছিলেন তিনি ঠিকই কিন্তু তাঁর সরলতা নির্বুদ্ধিতা নয়, কি করে দুর্জনকে ঘায়েল করতে হয় তা তিনি জানতেন। সহজ মানুষটী কিন্তু কখনও কখনও এমন শক্ত হয়েছেন যা চিন্তাই করা যায় না। সেটা হয়েছেন দেশের প্রয়োজনে, দেশের স্বাধীনতার উৎসর্গীকৃত প্রাণ যুবকদের রক্ষার জন্যে।

এই দাদাঠাকুরকে নিয়ে বই লেখা হয়েছে, তাঁর জীবনী নিয়ে ছায়াচিত্র হয়েছে। সেটাই সব নয়। এমন একজন খাঁটী মানুষকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থায়ীভাবে ধরে রাখার প্রয়োজন আছে ; প্রয়োজন তাঁর নয়—প্রয়োজন আমরা যাঁরা তাঁর উত্তরসূরী—আমরা যাঁরা নানা হতাশার মধ্যেও ভাবতে চাই—আমাদের মধ্যে একজন অন্তত ছিলেন অণুপ্রেরণা হিসেবে। তাঁর প্রকৃত নাম যাই হোক—তিনি আমাদের দাদাঠাকুর।

নতুন তিনতলা বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীতে সদর রাস্তার উপর তিনতলা নতুন বাড়ী বিক্রী আছে।

যোগাযোগ :—০৩৪৮৩/২৭১৯১১

জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার অফিস ঘর থেকে নমিনেশন ফাইল ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৮ মার্চ জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার অভিভাবক শ্রেণীর নির্বাচনে নমিনেশনের নাম তুলে নেবার দিন ছিল। জানা যায়, সি, পি, এম এবং কংগ্রেস উভয় পক্ষ থেকে পাঁচজন পুরুষ ও একজন মহিলা মোট ছ' জন করে নমিনেশন পেপার জমা দেন। কিন্তু ঘটনার দিন সি, পি, এমের প্রার্থী মোমেনা বেওয়া নমিনেশন উইথড্র করে নেন। উইথড্র পেপার জমা পড়ার পর সি, পি, এমের লোকজন মাদ্রাসার হেড মাষ্টার আনিসুর রহমানকে ঘেরাও করে। এই সুযোগে মন্ডলপাড়ার জনৈক মোজারুল ইসলাম নির্বাচন সংক্রান্ত ফাইলটি অফিস থেকে ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলে কংগ্রেসীরাও পাল্টা ঘেরাও করে হেড মাষ্টারকে। খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার আই, সি পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন। শেষে সি, পি, এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ও কংগ্রেস নেতা হাবিবুর রহমানের মধ্যস্থতায় হেড মাষ্টার ছ' জন প্রার্থীর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট দিনেই নির্বাচন হবে বলে উভয় দলকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন বলে জানা যায়। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানান— কংগ্রেসীদের চাপে পড়ে আমাদের মহিলা প্রার্থী তাঁর ছেলের হাতে উইথড্রয়াল লেটার পাঠালে হেড মাষ্টার সেটা গ্রহণ করে নেন। এটা সম্পূর্ণ নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। প্রার্থীকে সরাসরি এসে জমা দিতে হবে।

হাই মাদ্রাসার কমিটি নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ছিল ধুলিয়ান হাই মাদ্রাসায় অভিভাবক শ্রেণীর নির্বাচন। ছয় সদস্যের নির্বাচনে কংগ্রেস ও সি, পি, এমের মোট বার জন প্রার্থী ছিলেন। কংগ্রেস ছয়টিতেই জয়লাভ করে। রিটারনিং অফিসারের সাথে সামান্য বচসা ছাড়া ভোট ভালোভাবে হয়। জয়ীরা হলেন ১) এমদাদুল ইসলাম (বর্তমান সম্পাদক) ২) উমর ফারুক ৩) আলি হোসেন ৪) হাজি মজিবুর রহমান ৫) মুক্তা কবীর ৬) জুলেখা বেওয়া।

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির বালিয়া হাই স্কুলে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী অভিভাবক শ্রেণীর নির্বাচনে কংগ্রেস ও সি, পি, এম সমর্থিত মোট বারজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফলাফলে কংগ্রেস চার ও সি, পি, এমের দু' জন জয়ী হন। স্কুল ভোট নিয়ে গ্রাম এলাকায় চরম উত্তেজনা দেখা দেয়।

যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে চেক পোষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উমরপুর—মুরারই রাস্তার জরুরের কাছে পরিবহন সুরক্ষা কমিটি নামে একটি চেক পোষ্ট চালু হয় গত ২৩ ফেব্রুয়ারী। জঙ্গিপুর মহকুমা প্রশাসক জানান, সুতী, সামসেরগঞ্জ এলাকার জাতীয় সড়কের উপর বেশ কিছু দিন আগে এই ধরনের চেক পোষ্ট চালু করা হয়। চেক পোষ্ট দেখাশোনার দায়িত্বে রাখা হয়েছে এক সময়ে পুলিশের খাতায় উল্লেখিত আসামী ও এলাকার সাহসী বেকার যুবকদের। এরা যাতায়াতকারী ট্রাকগুলোর কাছ থেকে নির্ধারিত টাকা আদায় করবে। পোষাক, টর্চ, লাঠি ইত্যাদির খরচ এই আদায়কৃত টাকা থেকে চালানো হবে। পথ চলতি মানুষদের ছিনতাই-লুঠতরাজ বন্ধে এই ব্যবস্থা।

বাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সর্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লরি ছাগা গড়ে কিশোরীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২ মার্চ সামসেরগঞ্জ থানার শিবনগর গ্রামের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে এক মাল বোঝাই লরির (No. WB 39/2446) ধাক্কায় নুরেশা খাতুন (৭) নামে এক কিশোরী গুরুতর জখম হয়। ওকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে বহরমপুর পাঠালে সেখানে সে মারা যায়। পুলিশ লরিটি আটক করলেও ড্রাইভার ধরা পড়েনি।

দুর্ঘটনায় মৃত ২ (১ম পৃষ্ঠার পর)

এক পথ দুর্ঘটনায় সামসেরগঞ্জ থানার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের আনিকুল সেখ নামে এক বিড়ি শ্রমিক মারা যান। তিনি সাইকেলে বিড়ি নিয়ে কোম্পানী যাচ্ছিলেন। ঐ সময় পেছন থেকে একটি লরি আনিকুলকে ধাক্কা মারলে তিনি গুরুতর জখম হয়ে মারা যান।

তাণ্ডব করল পরীক্ষার্থীরা (১ম পৃষ্ঠার পর)

এর ফলে অন্যান্য ঘরের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। এই ঘটনায় পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ইনচার্জ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন—পরীক্ষা কেন্দ্রে ভাঙচুর চললেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। প্রথম থেকে পুলিশ ব্যবস্থা নিলে ঘটনাটা বড় আকার নিতে পারত না। সামসেরগঞ্জ থানা জানায়, যে সব পরীক্ষার্থী স্কুলে পটকা ফাটিয়ে তান্ডব চালায় তাদের বিরুদ্ধে আইনতঃ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২০টি আসনই চাই—অধীর চৌধুরী (১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস।" আগামী পৌর নির্বাচনে জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও জঙ্গিপুরের সাংসদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি একটা নতুন মাত্রা দেবে বলে অভিজ্ঞ কংগ্রেসীরা মনে করেন। এখানে অধীর চৌধুরী ও প্রণব মুখার্জী এক ঘরোয়া কর্মী বৈঠকে জানান, ওয়ার্ড কমিটিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রত্যেকের কর্মকুশলতা ও জনসংযোগকে মর্যাদা দিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। জঙ্গিপুর পৌরসভায় সরকার অনুমোদিত যে পরিমাণ টাকা এসেছে সে তুলনায় কাজ হয় নি বলে অভিযোগ করেন অধীর চৌধুরী। তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন—"কংগ্রেসকে বোর্ড করতে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন কি হয়।" মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতির এক স্মারকলিপির উত্তরে প্রণববাবু বলেন, "মিয়াপুর রেলগেটের সমস্যা সমাধানে তিনি আগ্রহী। বাজেট অধিবেশনের পর ওভার ব্রীজ করার বিষয়ে সচেষ্ট হবেন।" ১৫ নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস কর্মী সুদীপ রায় শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণের স্বার্থে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ শিক্ষা নিকেতনের ত্রিতল গৃহ নির্মাণের জন্য এম, পি ল্যাডের টাকা সাহায্য চান। এছাড়া স্থানীয় যুবকদের খেলাধুলো ও স্বাস্থ্য চর্চামুখী করার জন্য সেবাশিবির ক্লাবকে কিছু অনুদান দেওয়ার আর্জি জানান প্রণববাবুর কাছে। এছাড়া প্রয়াত ক্রীড়াবিদ্ বাবলু ব্রক্ষের নামে উৎসর্গীকৃত করা লোক আধুনিক সংজ্ঞায়ে সম্প্রসারিত সেবাশিবির ক্লাবকে বলে জানান সুদীপ। প্রণববাবু তাঁর বিশদ বক্তব্যে ভাঙন নিয়ে সস্তা রাজনীতি করতে নিষেধ করেন বন্ধু সরকারের শরিক দল সি, পি, আই, এমকে। রাজনীতি আর উন্নয়ন এক নয় তাও স্মরণ করিয়ে দেন। সদরঘাট থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত ১ কিমি এলাকা গঙ্গার ভাঙ্গনে ঝুলছে। তার প্রতিকার চেয়ে একটি ভাঙ্গন প্রতিরোধ স্কীম জমা দেন রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সমীর পন্ডিত। প্রণববাবু আশ্বাস দেন—বিশেষভাবে অর্ডার করিয়ে কাজটি করিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। ভাঙন কর্মসূচী যথাযথ পালিত না হওয়ায় সি, পি, আই, এম জেলাব্যাপী প্রতিরোধ পদযাত্রার আয়োজন করেছে ৮ মার্চ থেকে।